যুগান্তর

তারিখ 28 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তিতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ

পটুয়াখালী/দুমকি প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি সেশনের ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেছে। কৃষি অনুষদের সাবেক ডিন ড. সুলতান আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক মোঃ সামসুল হক, ড. হারুন অর রশিদসহ ভর্তি কমিটির প্রভাবশালী একটি চক্র প্রত্যক্ষভাবে এ অপতৎপরতায় জড়িত রয়েছে। উপাচার্যের অজ্ঞাতে মেধা তালিকার বাইরে থেকে পোষ্য কোটার নামে ভর্তিকৃত দু'ছাত্রের ভর্তি স্থগিত করা হলেও তা বৈধ করার চেষ্টা চলছে। উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম চক্রটির হাতে একরকম জিম্মি থেকে বহুত্বের স্বার্থের কারণে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন, ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সূত্র জানায়, প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে পোষ্য কোটা না থাকলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন কর্মচারীর ছেলেকে কারচুপির আশ্রয়ে ভর্তি করা হয়। বিষয়টি জানাজানির পর তাৎক্ষণিকভাবে ওই দুই ছাত্রের ভর্তির ব্যাপারে স্থগিতের নোটিশ দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ কৃষি অনুষদের ১২৫ আসনের বিপরীতে প্রথম ধাপেই ১৩১ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করে নেয়। ক্লাস শুরুর এক সপ্তাহের মাথায় ১০টি শূন্য আসন দেখিয়ে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ক্রমানুসারে ভর্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সূত্র জানায়, বেআইনি ও কারচুপির ভর্তি ভায়েন্ড করতেই লোক দেখানো এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঞ্জিভূত নানা অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য প্রকাশের ভয় দেখিয়ে উপাচার্যকে চক্রটি জিম্মি করে রেখেছে। ফলে অনিয়ম-কারচুপির ভর্তির বৈধতা দিতে উপাচার্যসহ একাডেমিক কাউন্সিল ছাড় দিতে সম্মত হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষি অনুষদের বর্তমান ডিন ড. হারুন অর রশিদ বলেন, এ ব্যাপারে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তিনি এর চেয়ে বেশিকিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল লতিফ মাসুম জানান, দু'ছাত্রের ভর্তি স্থগিত করা হয়েছে। কোনক্রমেই তাদের বৈধতা দেয়া যাবে না।